

# এইচ এস সি অর্থনীতি

## অধ্যায়-৯: সরকারি অর্থব্যবস্থা

**প্রশ্ন ১** বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় সরকারকে বিভিন্ন উৎস যেমন— নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ, সরকারি তহবিল গঠন ইত্যাদি হতে অর্থসংস্থান করতে হয়। তবে অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ঋণ গ্রহণ। গৃহীত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে তা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(জা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮/ প্রশ্ন নং ১০)

- ক. পরোক্ষ কর কী? ১  
খ. দিনদিন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি অর্থসংস্থানের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩  
ঘ. সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে— তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে করের ভার বা বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাকে পরোক্ষ কর বলে।

**খ** দিনদিন সরকারের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা, দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে। বর্তমানে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বা সচেতন। এজন্য সরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি অর্থসংস্থানের পদ্ধতিগুলো হলো নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ ও সরকারি তহবিল গঠন। নিচে সরকারি অর্থ সংস্থানের উক্ত পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

**নতুন মুদ্রা সৃষ্টি:** সরকার অনেক সময় নতুন নোট ছাপিয়ে তার ব্যয় নির্বাহ করে। অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ বা আয় দ্বারা ব্যয় মিটানো সম্ভব না হলে সরকার অতিরিক্ত কাগজি মুদ্রা ছাপাতে পারে।

**অতিরিক্ত করারোপ:** সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। অনেক সময় উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে সরকার স্বাভাবিক কর ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত কর আরোপ করে থাকে। একেই অতিরিক্ত করারোপ বলে।

**সরকারি তহবিল গঠন:** সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা, ভবিষ্যৎ অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা তথা তহবিল গঠন করে। এই সরকারি তহবিল থেকেও অনেক সময় সরকার তার ব্যয় নির্বাহ করে।

**ঘ** সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে ঋণের ভার অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তা পূরণের জন্য সরকার দেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অথবা বিদেশ হতে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে সরকারি ঋণ বলে। সাধারণত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেটে ঘাটতিপূরণ প্রভৃতি কারণে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অথচ

সরকারি ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভার দেশের জনগণের উপর বর্তায়। এতে দেশে আয় বৈষম্য দেখা দেয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকার তার অর্থসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঋণের ভার জনগণের নিকট কম অনুভূত হয়। কিন্তু ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। যা দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, সরকারি ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। যা মানুষের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস করে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাবে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

**প্রশ্ন ২** ফরিদ স্যার অর্থনীতির ক্লাসে সরকারের আয়-ব্যয় আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলেন, সরকার দেশ পরিচালনায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এসব অর্থ সংগ্রহে সরকার আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি কর, বিক্রয় কর আরোপ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। প্রয়োজনে নতুন টাকা ছাপিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করে। বৃহৎ আকারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকার আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠানের শর্ত পূরণ খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উন্নয়ন কার্যক্রম ধীর গতিতে বাস্তবায়ন হয়। অথচ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন হচ্ছে।

(জা. বো., কৃ. বো., চ. বো., য. বো. '১৮/ প্রশ্ন নং ১০)

- ক. আবগারি শুল্ক কী? ১  
খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে কর্মসংস্থান ঘটায়? ২  
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করো। ৩  
ঘ. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস উত্তম।— উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে আবগারি শুল্ক বলে।

**খ** সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাবিধ বাস্তবায়নে অনেক অর্থ ব্যয় করে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যেমন নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনে করা যাক, সরকার কোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করল। এখন ওই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সুতরাং, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত কর রাজস্ব ছাড়াও সরকারের রাজস্বের অন্য উৎসটি হলো কর বহির্ভূত রাজস্ব। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

সরকার কর ছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। এসব আয়কে কর বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন— প্রশাসনিক ফি, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ, নোট ছাপানো, ডাক বিভাগ, রেলওয়ে ইত্যাদি। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশ সরকার ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থানের জন্য কর ছাড়াও বিভিন্ন খাত হতে আয় করে থাকে। অর্থাৎ সরকার কর রাজস্ব ছাড়াও কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণত কর বহির্ভূত রাজস্বকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—



ক. প্রশাসনিক রাজস্ব: প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে 'প্রশাসনিক রাজস্ব' বলা হয়। যেমন- কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ, নোট ছাপানো, ক্ষতিপূরণ, সাহায্য ও অনুদান ইত্যাদি।

খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব: সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বাণিজ্যিক আয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান হলো— ডাক বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলওয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

গ. 'উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস উত্তম'— কথাটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে, বিদেশি সংস্থা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। তবে ঋণের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অর্থ অন্য শ্রেণির নিকট স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের দ্বারা এক দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, অন্য দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজকে আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়।

অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যিক। বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ শর্তমুক্ত। তাছাড়া, সরকার দেশি ঋণ গ্রহণে বা সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ প্রদানে কোনো দেশ বা সংস্থাকে বাধ্য করা যায় না।

উপরের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস অধিক কার্যকর।

**প্রশ্ন ৩** মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে। কিন্তু যেকোনো দেশের সরকার ব্যয় অনুসারে আয় করে। সরকার আয়কর, সম্পদ কর, ফি, মুনাফা কর, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, VAT, আবগারি শুল্ক, লাইসেন্স ফি, উত্তরাধিকার কর, জরিমানা, ডাক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ইত্যাদি উৎস হতে আয় করে থাকে। যদি এসব উৎসের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হয় তবে ঘাটতি অর্থায়নের অংশ হিসেবে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেয়। যদিও এ দুটো উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে।

টা. কো. '১৭' প্রশ্ন নং ১০/

- ক. সরকারি ব্যয় কী? ১
- খ. 'প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলোর কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘাটতি অর্থায়নের উৎস দুটির তুলনাপূর্বক, কোনটি অধিকতর কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

খ. প্রত্যক্ষ করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় না বলে এ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন করতে হয় তাহলে উক্ত করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, এ করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যেমন— আয়কর, ভূমিকর, সম্পদকর ইত্যাদি। এ সকল করের ভার সরাসরি করদাতাকেই বহন করতে হয়। এজন্যই এ সকল কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

গ. জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে। নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসগুলোর কর ও কর-বহির্ভূত (অ-কর) রাজস্ব চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত সরকারি আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. কর রাজস্ব এবং ২. কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কোনো প্রকার সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে সাধারণ স্বার্থে সরকারকে সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। এই কর থেকে যে আয় হয়, তাকে কর রাজস্ব বলে। আবার, সরকার কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে যে আয় করে তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

উদ্দীপকে কর রাজস্বের উৎসগুলো হলো— আয়কর, সম্পদ কর, মুনাফা কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক ও উত্তরাধিকার কর। অন্যদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসগুলো হলো— ফি, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ডাক ও রাষ্ট্রীয় কারখানা।

ঘ. বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা না গেলে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। নিচে এই দুটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সরকার দেশের জনগণ বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। অন্যদিকে, সরকার যদি বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে, তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বেচ্ছামূলক। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যিক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে দেশের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। তাই এ ঋণের কোনো আর্থিক ভার নেই; শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভারই রয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও ঋণের শর্ত, ঋণ পরিশোধের সময় ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিবেচনা করে দেখা যায়, বৈদেশিক ঋণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর।

**প্রশ্ন ৪** 'X' দেশের সরকার বর্তমান অর্থবছরে একটি নতুন কর আরোপ করেছে। এই করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। অর্থাৎ, এই করের করভার অন্যের ওপর চাপানো যায়। তাছাড়া সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের জনগণ এবং আমেরিকা থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছে।

টা. কো. '১৭' প্রশ্ন নং ১০/

- ক. সরকারি আয় কী? ১
- খ. 'সরকারি ঋণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা' ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকার তার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে।



**খ** যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। আয়ের স্বাভাবিক উৎস থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। তাই ঋণ নিয়ে সরকার জরুরি প্রয়োজন মেটায়। যেমন— বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে বলা হয়, 'সরকারি ঋণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা'।

**গ** উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি হলো পরোক্ষ কর। যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ, যে করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে তার করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

পরোক্ষ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মাদক শুল্ক প্রভৃতি। বাংলাদেশে কর রাজস্বের বেশির ভাগই পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে প্রদান করতে হয়। তাই করদাতারা এর বোঝা অনুভব করতে পারে না। এজন্য এ করকে জনপ্রিয় কর বলা হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না। পরোক্ষ কর ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকে প্রদান করতে হয়। তাই এ করের ভিত্তি খুবই বিস্তৃত।

**ঘ** উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের জনগণ এবং আমেরিকা থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছে। দেশের জনগণ থেকে ঋণ গ্রহণ অভ্যন্তরীণ উৎস; অপরদিকে, আমেরিকা থেকে ঋণ গ্রহণ বৈদেশিক উৎস।

সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ উত্তম বলে আমি মনে করি। বিষয়টি নিচে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ সংগ্রহ করা সহজ। কারণ, সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচনা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক উৎসগুলোকে বাধ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণপূর্বক ব্যবহার করতে হয়। যা অর্থনীতির জন্য অনেক সময় উপকারী হওয়ার চেয়ে অপকারী হতে পারে। পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবহারের কোনো শর্তের মোকাবিলায় করতে হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক জিনিসের প্রাপ্তির বিনিময়ে প্রদান আছে। তাই ঋণ গ্রহণ করলে পরিশোধও করতে হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকারকে নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ ও রৌপ্য আবশ্যিক। চতুর্থত, ঋণের মেয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করলে বৈদেশিক উৎস, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশি সুবিধাজনক। কেননা বৈদেশিক ঋণ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মওকুফও করা হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ সচরাচর স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে এবং তা মওকুফের ঘটনাও বিরল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকারি ঋণের দুটি উৎসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় বিষয়টি ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস সুবিধাজনক এবং বৈদেশিক উৎস অসুবিধাজনক। তাই যেকোনো দেশের সরকারকে বৈদেশিক উৎসের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ৫** শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের প্রশ্ন ছিল, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কী? শিক্ষক বললেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, নানা রকম ফি প্রভৃতি উৎস থেকে সরকার আয় করে এবং ব্যয় নির্বাহ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন নোট প্রচলন করে।

- ক. পরোক্ষ কর কী? ১
- খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. সরকারের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহের অসুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে।

**খ** আয়কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরোপ করা হয় উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই এর সম্পূর্ণ ভার বহন করতে হয়। তাই আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

যে সকল করের ভার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি বহন করে এবং ইচ্ছা করলেই ওই করের ভার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপাতে পারে না সে সকল করকে সাধারণত প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। আয়করকেও প্রত্যক্ষ কর বলা যায়। কারণ, এই কর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে আরোপ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই এই কর পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে করের বোঝা অন্য কারো ওপর চাপানো যায় না। তাই আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

**প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর:** সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। যে সকল করের ভার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে বহন করে তাকে প্রত্যক্ষ কর এবং যে করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। প্রত্যক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি। আর পরোক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক কর ইত্যাদি।

**নানা রকমের ফি:** ফি সাধারণত কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎস। সরকার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদান করলে তার বিনিময়ে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন— রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, টোল ইত্যাদি।

**সরকারি ঋণ:** সরকার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এটি অ-কর রাজস্বের একটি উৎস।

**নতুন নোট প্রচলন:** সরকারের আদেশক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নোট প্রচলন করে অর্থায়নে সাহায্য করে।

এভাবে সরকার তার প্রয়োজন বা ব্যয় অনুযায়ী, বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকে। যখন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন সম্ভব হয় না তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

**ঘ** সরকার তার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তাকে সরকারি ঋণ বলে। উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত ঘাটতি বাজেট পরিলক্ষিত হয়, ফলে সরকার ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। এ সকল ঋণ পরিশোধের তথ্য ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১. সরকার ঋণকে অর্থ সংগ্রহের সহজ উৎসরূপে ব্যবহার করার জন্য প্রলোভিত হতে পারে।
২. এ ঋণ অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে।
৩. সরকারি ঋণের পরিমাণ বেশি হলে সমাজে আয় ও ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।
৪. ঋণের প্রকৃত ভার দেশবাসীকেই বহন করতে হয় এবং জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ হিসেবে চলে যায়।
৫. এ ঋণের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
৬. দাতা দেশের শর্ত পূরণ করে কাজক্ষিত সাফল্যে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়তে হয়।



এছাড়া, দাতা দেশের শর্ত পূরণ করে কাজিত সাফল্যে পৌছাতে যেকোনো উন্নয়নশীল দেশকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনগণ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। ফলে সরকারের পক্ষে ঋণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকারি ঋণ গ্রহণ ও এর ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, যা কাজিত উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সরকারের উচিত ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত না হয়।

প্রশ্ন ৬

বাজেট  
২০১৪-১৫ অর্থবছর

আয়ের খাত	কোটি টাকায়	ব্যয়ের খাত	কোটি টাকায়
১. এনবিআর নিয়ন্ত্রিত আয়	১,৪৯,৭২০	১. কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৭৫,৮৩৫
২. নন-এনবিআর নিয়ন্ত্রিত আয়	৫,৫৭২	২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত	৬৩,০২৭
৩. কর বহির্ভূত আয়	২৭,৬৬২	৩. সাধারণ সেবা	৫৯,০১৮
৪. অভ্যন্তরীণ ঋণ	৪৩,২৭৭	৪. সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি ও পিপিপি	৫২,৬২৬
৫. বৈদেশিক ঋণ	২৪,২৭৫		
মোট =	২,৫০,৫০৬	মোট =	২,৫০,৫০৬

কি. কো. ১৭/প্রশ্ন নং ৬/

- ক. আয়কর কী? ১  
খ. সরকার ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর বহির্ভূত আয়ের উৎসগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়— উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অর্জিত আয়ের ওপর যে কর প্রদান করে তাকে আয়কর বলে।

খ. সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ. সরকার কর ছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। এসব আয়কে 'কর-বহির্ভূত আয়' বা 'কর-বহির্ভূত রাজস্ব' বলা হয়। কর বহির্ভূত রাজস্বকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. প্রশাসনিক রাজস্ব: প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে 'প্রশাসনিক রাজস্ব' বলা হয়। প্রশাসনিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত খাতগুলো হলো নিম্নরূপ:

ফি: কর-বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো ফি। যেমন— কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি।

জরিমানা: সরকারের প্রশাসনিক আয়ের অন্যতম উৎস হলো জরিমানা। আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধীর নিকট থেকে শাস্তিস্বরূপ সরকার যে অর্থ আদায় করে তাকে 'জরিমানা' বলা হয়।

বাজেয়াপ্তকরণ: সরকারের কর-বহির্ভূত আয়ের আরেকটি উৎস হলো বাজেয়াপ্তকরণ। কোনো সম্পত্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী না থাকলে সরকার আইনের মাধ্যমে সে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে এবং তা থেকে রাজস্ব লাভ করে।

বিবিধ উৎস: উপরিউক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আরো অনেক উৎস হতে সরকার আয় করে থাকে। এগুলো হলো: ১. নোট ছাপানো ২. স্বেচ্ছামূলক দান ৩. ক্ষতিপূরণ ৪. বিদেশি সাহায্য ও অনুদান প্রভৃতি।

খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব: সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বাণিজ্যিক আয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান হলো ডাকবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলওয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

ঘ. বাজেটে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হওয়ায় বলা যায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় এদেশের অর্থনীতি খুব বেশি সমৃদ্ধিশীল নয়। সরকারের আয়ের খাতগুলো খুব সীমিত হওয়ায় প্রায়ই ঘাটতি বাজেট পরিলক্ষিত হয়। এ ঘাটতি মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণগ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা খুব কঠোর না হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয় না। তাছাড়া এদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন রকম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে যাদের প্রকল্প ব্যয়ও কম নয়। আবার কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সরকারি ঋণের সুদ বাবদ প্রতিবছর সরকারকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয় যা অর্জিত আয়ের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এমতাবস্থায় সরকারের মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ সরকার নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের তথ্যানুসারে বলা যায়, সরকার উন্নয়নশীল খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭৫,৮৩৫ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। তাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়নে ৬৩,০২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। এ সকল খাত হতে সরকার খুব বেশি লাভবান হতে পারে না। তবুও এ সকল খাতের উন্নয়নে সরকার পর্যাপ্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে দেখা যায় মোট ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়। সেক্ষেত্রে সরকার ঋণ গ্রহণ করে বাজেটে ভারসাম্য আনে। ফলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট আয় ২,৫০,৫০৬ ও মোট ব্যয় ২,৫০,৫০৬ অর্থাৎ উভয়ই সমান হয়। এক্ষেত্রে মুনাফা লাভের কোনো সুযোগ থাকে না।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ সরকার মুনাফা অর্জনের জন্য নয় বরং জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যয় করে থাকে।

প্রশ্ন ৭. প্রফেসর সনৎ স্যার বাজেট বিষয়ক একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখছিলেন, এমন সময় একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, স্যার, রাষ্ট্র পরিচালনার এত বিশাল পরিমাণ অর্থ সরকার কোথা থেকে পায়? এর জবাবে স্যার বললেন, সরকার জনগণকে নানারকম সেবা দিয়ে ফি গ্রহণ করে, জনগণের বাড়তি আয়ের ওপর কর ধার্য করে, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) আরোপ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র থেকে সাহায্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এসব করার পরও অর্থের সংকুলান না হলে সরকার নতুন নোট প্রচলন করে।

কি. কো. ১৭/প্রশ্ন নং ৭/

- ক. আয়কর কী? ১  
খ. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্দীপক হতে সরকারি আয়ের উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের সর্বশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব পড়বে?— ব্যাখ্যা করো। ৪



১. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ফি: বিভিন্ন দলিলপত্র তৈরি, মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র ইত্যাদির জন্য ফি প্রদান করে স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজপত্র ক্রয় করতে হয়। এর ফলে সরকারের প্রচুর আয় হয়।
২. মাদক শুল্ক: মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করে বাংলাদেশ সরকার আয় করে থাকে।
৩. যানবাহন কর: বাংলাদেশ সরকার মোটর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর ধার্য করে বেশ কিছু আয় করে।



**৬** প্রথমত, কেইনসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষুধ সরবরাহ, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অবসর ভাতা, বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদান, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি কল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সরকার প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। যা সামগ্রিক জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য সরকারকে দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে ব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, শিল্প বিপ্লব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রায় সকল দেশেই শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে। মানুষ হচ্ছে শহরমুখী। ফলে শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চিকিৎসাবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**প্রশ্ন ৯** শিপলু বিদেশে বসবাস করে। সে দেশের সরকার জনগণের নিকট থেকে উচ্চ হারে কর আদায় করে এবং সেই দেশের আয়ের প্রধান খাত কর। দেশটি উন্নত না হওয়ায় প্রতি বছর অন্য দেশ থেকে অনুদান ও ঋণ গ্রহণ করে। দেশটি সামান্য-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী অন্য দেশে রপ্তানিও করে।

/ঘ. কো. ১৭/ প্রশ্ন নং ৯/

- |   |   |
|---|---|
| ক. কর কত প্রকার ও কী কী?  | ১ |
| খ. সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ কী কী?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সরকারের আয়ের খাতসমূহ কী কী?                                | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের খাতের মিল আছে কি? ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কর দুই প্রকার। যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর।

**খ** সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা— কর ও কর-বহির্ভূত উৎস।

কর প্রধানত দুই প্রকার; যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। আয়কর, সম্পত্তি কর, দান কর ইত্যাদি হলো প্রত্যক্ষ কর; অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি হলো পরোক্ষ কর। কর-বহির্ভূত আয়ের উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো হলো: ফি, বাণিজ্যিক আয়, সরকারি সম্পদ থেকে আয়, জরিমানা, সরকারি ঋণ, নতুন নোট ছাপানো, বিশেষ বাজেয়াপ্তকরণ, দান ও অনুদান ইত্যাদি।

**গ** কোনো দেশে সরকারি আয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। তবে উদ্দীপকে দেখা যায়, শিপলু বর্তমানে যে দেশে গিয়ে বাস করছে সেখানে সরকারি আয়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটিতে সরকারি আয়ের উৎসসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

১. **কর:** কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি বা উপকারের আশা না করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু শর্তাধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো কর। এ কর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে রয়েছে আয়কর, সম্পত্তি কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধনী কর, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি। আর পরোক্ষ করের মধ্যে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। দেশটির সরকার উচ্চ হারে বিভিন্ন কর আদায় করে বিপুল অর্থ আয় করে।

২. **অনুদান:** কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য করে তাই হলো অনুদান। অনুদান বাবদ উদ্দীপকের দেশটি অনেক অর্থ আয় করে।

৩. **ঋণ:** উদ্দীপকের দেশটির সরকার ব্যয় মেটানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ, ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

৪. **রপ্তানি আয়:** উদ্দীপকের দেশটি থেকে যেসব দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয় তার ওপর শুল্ক আরোপ করেও সরকার কিছু অর্থ আয় করে।

**৬** উদ্দীপকের দেশটির সরকারের আয়ের উৎসগুলোর সাথে বাংলাদেশের সরকারের আয়ের উৎসগুলোর মিল আছে কি না তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো বাংলাদেশের সরকারেরও আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। বাংলাদেশ সরকার দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে তার আয়ের সিংহভাগ অর্জন করে। সরকার প্রত্যক্ষ কর হিসেবে জনগণের আয় ও কোম্পানির মুনাফার ওপর আয়কর ধার্য করে প্রচুর অর্থ আয় করে।

উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো বাংলাদেশ সরকারও দ্রব্য ও সেবাকর্মের ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করে অর্থ আয় করে। সরকারের আরোপিত প্রধান পরোক্ষ করগুলো হলো— মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক। এছাড়া সরকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, যানবাহন শুল্ক, আমোদ-প্রমোদ কর, ভোগকৃত বিদ্যুতের ওপর কর, বিদেশ ভ্রমণের ওপর কর ইত্যাদির মাধ্যমেও আয় করে থাকে।

উদ্দীপকের দেশটির মতো বাংলাদেশও উন্নত নয়। এজন্য ওই দেশের সরকারের মতো এদেশের সরকারও বিদেশ থেকে অনুদান গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশের সরকারের মতো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো রপ্তানি কর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে আয় করে। তবে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের এমন সব উৎস রয়েছে যা উদ্দীপকের সরকারের নেই। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সরকারের আয়ের উৎসগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

**প্রশ্ন ১০** সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার বৈদেশিক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়।

/ঘ. কো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১০/

- |  |   |
|--|---|
| ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?   | ১ |
| খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো।   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম বলে তুমি মনে করো? | ৪ |

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।



১. শিক্ষা: শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. প্রতিরক্ষা: চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

খ উদ্দীপকে যে দু'ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো: অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ। এ দু'ধরনের ঋণের কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নিচে এ উৎস দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো: সরকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা সহজ; কারণ সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচনা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে সুবিধাজনক। অভ্যন্তরীণ ঋণ নিতে গেলে সরকারকে কোনো শর্তের মোকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে তা বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণ করেই ব্যবহার করা যায়। ফলে অনেক সময় ঋণের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যিক হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ সুবিধাজনক।

উপরিউল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ উত্তম।

অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণ দেশে বিনিয়োগ, নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে। এ বর্ধিত আয় দ্বারাই পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশি ঋণ সুদ-আসলসহ পরিশোধ করতে হয় যা দেশের বাইরে চলে যায় ও আয় সৃষ্টিতে অবদান রাখে না। এটি আসলে জাতীয় আয় হ্রাস করে। তাই বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করাই উত্তম বলে মত দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ১১ অর্থনীতি ক্লাসের এক ছাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, স্যার, সরকার অনেক টাকা আয় করে। এত টাকা সরকার কী করে? শিক্ষক উত্তরে বললেন, সরকার তার প্রশাসনিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র আবার প্রশ্ন করে যদি সরকারের টাকা না থাকে তাহলে কাজ কীভাবে করে? শিক্ষক বললেন, সরকারের আয় দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব না হলে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকে। /স্ব.বো. '১৬/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন শিক্ষার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বৈদেশিক উৎস অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক? যুক্তি দেখাও। ৪

### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তি সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যেকোনো জাতির প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। একমাত্র শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমেই জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

জ্ঞানই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ, যার প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান নয়। সেই জন্য প্রতিবছর শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়ন, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তির সংখ্যা এবং হার বৃদ্ধি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন এবং উন্নয়নের গতিধারাকে টেকসই করার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।

গ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। তবে বর্তমান সময়ে এসে সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণসহ অবকাঠামো নির্মাণকাজে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনেক সময় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগে কৃষিজ ও অন্যান্য সম্পদের উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার রাজস্ব প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করতে পারে না। তাছাড়া রাজস্ব আয় দ্বারা এ ধরনের ব্যয় নির্বাহ করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই, জরুরি অবস্থা যখন মোকাবিলা করতে পারে না তখন সরকার এরকম অবস্থা উত্তরণের জন্য অধিক ঋণ গ্রহণ করে ব্যয় বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এজন্য সরকারকে দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

উপরিউক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রতি বছর অধিক ব্যয় বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।

ঘ সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে, বিদেশি সংস্থা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। তবে ঋণের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক। নিচে আমার যুক্তির পেছনের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো—

অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে অর্থ সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির নিকট স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের দ্বারা এক দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, অন্য দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজকে আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ করা



বা ছাপানো নোট দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যিক। বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ শর্তমুক্ত। বৈদেশিক ঋণ যল্লেখ্য শর্তযুক্ত। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে উচ্চ মূল্যের উৎপাদন ক্রয়, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক নির্দেশনামা মেনে চলতে হয়।

সরকার দেশি ঋণ গ্রহণে বা সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ প্রদানে কোনো দেশ বা সংস্থাকে বাধ্য করা যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি বলতে পারি যে, বৈদেশিক উৎস অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ১১২** অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ প্রতি বছরই এরূপ ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে আসছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ব্যয়ের তুলনায় আয় সীমিত। ফলে দেশি-বিদেশি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক আওতা তথা আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব সংসদে পেশ করেন।

(দি. বো. ১৬/১১/৮৮)

- ক. কর কাকে বলে? ১
- খ. সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎসগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সরকারের আয়-ব্যয়ের খাতগুলো বিশ্লেষণ করে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবনার বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

#### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** কোন ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

**খ.** সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎসগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১. অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২. বৈদেশিক উৎস।

**অভ্যন্তরীণ উৎস:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করে এবং তা সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ শেষ উৎসস্থল। সরকারি বিভিন্ন বন্ড, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। সরকার জরুরি প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিতে পারে। বাংলাদেশ সরকার সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ও সার্টিফিকেট বিক্রয় করে জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

**বৈদেশিক উৎস:** সরকার বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সরকার দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি সমস্যা দূরীকরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। উপরিউক্ত উৎস থেকে, বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনে দেশের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

**ঘ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক আওতা তথা আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব সংসদে পেশ করেন। করের খাতগুলো হলো—

**মূল্য সংযোজন কর:** মাননীয় অর্থমন্ত্রী মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। এটি সরকারের আয়ের প্রধান উৎসে পরিণত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

**আমদানি শুল্ক:** আমদানি শুল্ক সরকারের আয়ের অন্যতম একটি উৎস। সাম্প্রতিককালে আমদানির পরিমাণ অনেক বাড়ায় এ উৎস থেকে আয় বাড়ানোর জন্য মাননীয় মন্ত্রী প্রস্তাব করেন।

**আবগারি শুল্ক:** দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ওপর যেমন— চা, চিনি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, স্পিরিট, ওষুধ প্রভৃতির ওপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো যায়।

**আয় ও মুনাফার ওপর কর:** যাদের বার্ষিক আয় ২.২০ লক্ষ টাকার অধিক তাদের ওপর প্রগতিশীল হারে আয় কর ধার্য করা যায়। তাছাড়া কোম্পানির আয়ের ওপরও আয় কর ধার্য করা যায়।

**সম্পূরক শুল্ক:** কিছু কিছু দ্রব্যসামগ্রীর ওপর আমদানি বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরেও অতিরিক্ত কর আরোপ করার কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেন।

**অন্যান্য কর ও শুল্ক:** উপরিউক্ত শুল্ক ও কর ছাড়াও সরকার আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে আয় করতে পারে। এগুলোর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ কর, সম্পত্তির কর, ভোগকৃত বিদ্যুতের ওপর কর, পেট্রোল ও গ্যাসের ওপর কর, বিদেশ ভ্রমণের ওপর কর, সেচ কাজ ও যন্ত্রপাতির ওপর কর ইত্যাদি প্রধান।

**প্রশ্ন ১৩** কবির সাহেব দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করছেন। সম্প্রতি ১৫ বছর পর দেশে বেড়াতে এসে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তবে এই উন্নয়নের পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা কোন কোন উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। বিষয়টি তিনি তার বন্ধু অর্ণবের সাথে আলাপ করেন এবং জানতে পারেন এদেশের নাগরিকরা এখন অনেক সচেতন। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব ছাড়াও সরকারের কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের অর্জিত অর্থ ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ, সাহায্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ক. বো. ১৬/১১/৮৮)

- ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১
- খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণ এর তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করো। ৪

#### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** যে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

**খ.** যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যেমন— VAT। এ কর উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারকদের ওপর আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে করের প্রাথমিকভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহন করলেও চূড়ান্তভার ভোক্তাকে বহন করতে হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সাথে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

**গ.** উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।



**১৪** সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দিবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন— বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণই শ্রেয়। কারণ, উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

**প্রশ্ন ১৪** শাহনূর রহমান একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। তিনি যে বেতন ও ভাতাদি পান তার ওপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। অন্যদিকে, একজন সাধারণ মানুষও সরকারকে বিভিন্নভাবে কর প্রদান করছেন। এভাবে সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের নিকট থেকে ও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। /চ. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. কর কাকে বলে? ১
- খ. সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ কী কী? ২
- গ. শাহনূর রহমান যে কর প্রদান করেন তা সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কীভাবে হ্রাস করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রদত্ত কর ও শাহনূর রহমানের প্রদত্ত করের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

**খ** সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো—

প্রত্যক্ষ কর: প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হলো— আয়কর, কর্পোরেশন কর, সম্পদ কর, দানকর, মৃত্যুকর, মুনাফা কর, ব্যয়কর প্রভৃতি।

পরোক্ষ কর: পরোক্ষ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মাদক শুল্ক প্রভৃতি।

**গ** শাহনূর রহমান তার আয়ের ওপর কর প্রদান করায় এটি আয়কর হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

প্রতি বছর একটি দেশের সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে অর্থসংস্থানও করতে হয়। সরকারি আয়ের অন্যতম একটি উৎস হলো আয়কর। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্ধারিত হারে কর ধার্য করা হয়ে থাকে। আর আয়কর হলো একটি প্রত্যক্ষ কর যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের ওপর চাপাতে পারে না। জনসাধারণের সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার কর্তৃক আয়কর ধার্য হয় বলে সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস পায়। তাই এ কর ন্যায্যপারায়ণতার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা এ কর থেকে সংগৃহীত অর্থ সরকার জনস্বার্থে ব্যয় করে থাকে। এর ফলে সমাজে সুখম উন্নয়ন ঘটে।

সমাজের ধনীক শ্রেণির বা প্রতিষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত কর আরোপ করার ফলে তাদের প্রকৃত আয় কমবে, ভোগ কমবে আবার প্রাপ্ত এ কর থেকে জনস্বার্থে ব্যয় করার ফলে দরিদ্র শ্রেণি উপকৃত হবে। তাদের ভোগ বৃদ্ধি পাবে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রদত্ত কর হলো পরোক্ষ কর। অন্যদিকে শাহনূর রহমানের প্রদত্ত কর হলো আয়কর যা প্রত্যক্ষ কর হিসেবে বিবেচিত। নিচে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১. প্রত্যক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় না। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়।
২. প্রত্যক্ষ করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার করদাতাকে বহন করতে হয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আপাতভার করদাতা বহন করলেও চূড়ান্তভার তাকে বহন করতে হয় না।
৩. প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ কষ্টসাধ্য কারণ নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। তাই প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর আদায় সুবিধাজনক কারণ দ্রব্য ক্রয় করলেই করের অর্থ পরিশোধ হয়ে যায়। তাই পরোক্ষ কর প্রিয়।
৪. প্রত্যক্ষ করের আওতায় শুধু ধনীদেব আওতাভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক নয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আওতায় ধনী-গরিব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক হয়।
৫. প্রত্যক্ষ কর সাধারণত প্রগতিশীল হয়। পরোক্ষ কর সাধারণত অধোগতিশীল হয়।
৬. আয়কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।
৭. প্রত্যক্ষ কর দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে তার দামকেও প্রভাবিত করতে পারে না। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর সরাসরি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে বলে দামকেও প্রভাবিত করতে পারে।

**প্রশ্ন ১৫** সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার বৈদেশিক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়। /সি. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. সরকারি আয় কাকে বলে? ১
- খ. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম বলে তুমি মনে করো? ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে সরকারের রাজস্ব, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প হতে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে সরকারি আয় বলে।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো হলো— শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রশাসন বিভাগ ইত্যাদি। নিচে সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো আলোচনা করা হলো—

সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো দেশরক্ষা। সরকার দেশরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন, আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।